ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 015 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৫ ● কলকাতা ● ০১ মাঘ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ? সুন্দরবনে সম্পাদক খুনের ছক—বোমা-বন্দুকের আতঙ্কে সাংবাদিক পরিবার, পুলিশের নীরবতা ঘিরে তীব্র প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কি আজ অস্তিত্বের লড়াইয়ে? দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানা এলাকায় এক জাতীয় স্তরের সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সম্পাদকের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে চলা খুনের ষড়যন্ত্র, জমি দখল, নকল ডেথ সার্টিফিকেট, অস্ত্রের মুখে হুমকি ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য।

অভিযোগকারী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সরদার—সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের জাতীয় সম্পাদক ও নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্রের সম্পাদক—দাবি করেছেন, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের মদতে একাধিক দুষ্কৃতী গোষ্ঠী তাঁর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় নেমেছে। বোমা, বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনে সংবাদ লেখার চাপ, পার্টির পতাকা ধরতে বাধ্য করার চেষ্টা এবং বিরোধিতা করলেই হত্যার হুমকি—এই অভিযোগ আজ আর গোপন নয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, জীবনতলা থানা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বন্দুক ও বোমার রাজত্ব কায়েম করতে চাওয়া একটি গোষ্ঠী সাংবাদিক পরিবারের ঘরবাড়ি লুট, মাছের ভেড়ি ও পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি, রাস্তায় ও বাড়িতে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। তবুও একের পর এক অভিযোগ জমা পড়লেও একটিও এফআইআর নথিভুক্ত না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা ঘিরে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন।

১৬ নভেম্বর ২০২৫, গভীর শীতের রাতে সুন্দরবনের জলদস্যু হিসেবে পরিচিত উত্তম হালদারের বাড়িতে একদল অচেনা লোকের গোপন জমায়েত—যার ঠিক পাশেই সাংবাদিকের বাড়ি—এই ঘটনাকে সরাসরি খুনের ছক বলে দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ, ভৈরব মণ্ডল নামে এক দুষ্কৃতী ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরেই জমি দখলের উদ্দেশ্যে নকল ওয়ারিশান ও ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করে প্রশাসনিক রেকর্ড বদলে দিচ্ছে।

সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ—২০১৮ সালে অভিযোগকারীর জ্যাঠামশাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে নকল ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু এবং সেই একই তারিখে পঞ্চায়েত স্তরে রেজিস্ট্রেশন! প্রশ্ন উঠছে, মৃতদেহ যেখানে অন্য থানার শ্মশানে দাহ, সেখানে ভিন্ন এলাকায় মৃত্যুর সার্টিফিকেট এল কীভাবে?

কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ (W.P.A. 1001 of 2025) থাকা সত্ত্বেও তদন্তে গাফিলতি, কেস নম্বর 322/16, 504/24 ও 303/25—একাধিক মামলায় একই চিত্র। অভিযোগ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার কথায় তদন্তের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি,

“আমার পরিবারকে মেরে ফেললে তার সম্পূর্ণ দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে। পুলিশ জানে, তবুও চুপ।”

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের ডিজি-র কাছে সরাসরি CID তদন্ত ও অবিলম্বে সশস্ত্র নিরাপত্তার আবেদন জানানো হয়েছে। অভিযুক্তের তালিকায় একাধিক পরিচিত নাম—ভৈরব মণ্ডল, উত্তম হালদার-সহ মোট দশজন, এবং অজ্ঞাত আরও অনেকে।

আজ প্রশ্ন একটাই—

সাংবাদিক যদি নিরাপদ না হন, তবে গণতন্ত্র নিরাপদ তো?

পর্ব 174

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অর্থাৎ অজান্তে আমরা আমাদের অহঙ্কারের পুষ্টি করতে থাকি আর ঐ সব দুঃখকে স্মরণ করে এবং পরে আজকের সঙ্গে ঐ সময়ের তুলনা করে মনে মনে খুশী হই।

ক্রমশঃ

ভবানীপুরে অভিনেতার বাড়িতে উপস্থিত হন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে ভবানীপুরে অভিনেতার বাড়িতে উপস্থিত হন অভিষেক। প্রায় ২ ঘণ্টা সেখানেই ছিলেন তিনি। পরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে কোনও রাজনৈতিক কথা বলেননি তিনি।তিনি এগিয়ে এসে অভিষেককে জড়িয়ে ধরে বলেন, "ওকে আমার খুব ভাল লাগে... খুব ভাল লাগে। এটুকুই বলব।" 'উন্নয়নের পাঁচালি' হল তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রচার অভিযান। গত ১৫ বছরে রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার যে যে

এরপর ৩ পাতায়

আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তী পাহাড় ও নদীঘেরা জনজীবন

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তে,ভুটান সীমান্ত ঘেঁষে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্তী পাহাড়। সবুজে মোড়া পাহাড়, পাথরে ঘেরা স্বচ্ছ নদী আর নির্জন অরণ্যের মাঝে জয়ন্তী যেন এক শান্ত নিঃশ্বাস।পর্যটকদের কাছে জয়ন্তী পরিচিত "ডুয়ার্সের রানি" নামে,তবে এই সৌন্দর্যের আড়ালেই গড়ে উঠেছে সংগ্রামী অথচ সজীব এক জনজীবন। জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে বয়ে চলেছে জয়ন্তী নদী।বর্ষাকালে নদীর রূপ ভয়ঙ্কর হলেও শীত ও গ্রীষ্মে এই নদী শান্ত,স্বচ্ছ এবং পাথরের বুকে কলকল শব্দে বয়ে চলে।নদীর দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় পাথর,মাঝে মাঝে হাতির দল পারাপার-সব মিলিয়ে নদীটি জয়ন্তীর প্রাণকেন্দ্র।স্থানীয় মানুষের কাছে এই নদী শুধু প্রকৃতির দান নয়,জীবিকার অন্যতম ভরসাও।

জয়ন্তী ও তার আশপাশের এলাকায় মূলত আদিবাসী,রাজবংশী ও নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।তাঁদের জীবনযাত্রা আজও অনেকাংশে প্রকৃতিনির্ভর।কেউ চা-বাগানে কাজ করেন,কেউ বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা চালান,আবার অনেকেই পর্যটনকেন্দ্রিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। তবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসবাস মানেই সব সময় স্বাচ্ছন্দ্য নয়। বর্ষাকালে নদী ফুলে উঠলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাহাড়ি ঢল, ভূমিধস ও বন্যার আশঙ্কা নিয়েই বছরের একটা বড় সময় কাটে স্থানীয়দের।পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর উপস্থিতিও দৈনন্দিন জীবনের এক বাস্তবতা-হাতি,বাইসন কিংবা চিতাবাঘ মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

আইপ্যাক সংক্রান্ত ইডির মামলার শুনানি স্থগিত করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা হাইকোর্ট টিকল না আইপ্যাকে ED-র তল্লাশি নিয়ে অভিযোগ। হাইকোর্টে ইডির করা মামলা স্থগিত করা হল বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে। বুধবার হাইকোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি হয় । তৃণমূলের মামলা নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি। ইডির আইনজীবীর সওয়াল রেকর্ড করার পর মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।শুনানির শুরুতে সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়েছে এই বলে ইডি মামলা মুলতুবি করার আবেদন জানায়, ইডির আইনজীবী বলেন, "এক সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে দু'টি মামলার। আপাতত এখানে মামলার শুনানি মুলতবি করা হোক। মামলা এখন না শুনলে আকাশ ভেঙে পড়বে না।" শুনানিতে রয়েছেন ইডির আইনজীবী এসভি রাজু। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের অফিসে চুরি করতে গিয়েছিল ইডি অফিসাররা এমনই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই নিয়ে এখন মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে। এবার এই দুই মামলাতেই রাজ্যের পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মা, কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) প্রিয়ব্রত রায় এবং সিবিআইকে। আগেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়েছিল ইডি।হাইকোর্টে ইডির আইনজীবী জানিয়েছে আইপ্যাকের অফিস থেকে তারা কোন কিছু বাজেয়াপ্ত করেনি। যে সমস্ত তথ্য ছিল তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে গিয়েছেন। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। ইডির সেই দাবিকেই এদিন আদালত বৈধতা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি মেনে মামলাটি স্থগিত করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে ইডির দায়ের করা মামলা এবং সুপ্রিমকোর্টে দায়ের করা মামলার আবেদন একই হওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।

নবান্নের সামনে ধর্নায় নিয়ে আপত্তি জানাল হাইকোর্ট

বেবি চক্রবর্ত্তী

এবার নবান্নর সামনে বিজেপির ধর্না নিয়ে স্পষ্ট আপত্তি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে নবান্ন অভিযান নিয়ে হাইকোর্টে করা মামলায় বড় ধাক্কা খেল বিজেপি। ওই মামলায় আপত্তি করলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।ওই মামলায় বিচারপতি বলেন, নবান্ন বাসস্যান্ড বা মন্দিরতলায় সমাবেশ হতে পারে। এদিন বিচারপতি মন্তব্য করেন, নবান্ন একটি প্রশাসনিক ভবন।সেখানে ধর্না দিলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বা যানজট সৃষ্টি হতে পারে। ফলে ওই জায়গায় ধর্নার অনুমতি দেয় সম্ভব নয়।

পাশাপাশি আদালতের তরফে ওই মন্তব্য করা হলেও বিজেপি আবেদন একেবারে বাতিলও করে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। আগামিকাল মন্দিরতলা বা নবান্ন বাসস্ট্যান্ডে বিজেপি ধর্না দিতে চায় কিনা তা জানাতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

এছাড়াও IPAC-এর দফতরে তল্লাসির সময় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি সহ বাকি ঘটনায় সরব হয়ে নবান্নে শুক্রবার ধর্না করতে চেয়ে আদালতের দারস্থ হয় বিজেপি। সেই মামলার শুনানিতে আদাতলের তরফে ওই মন্তব্য করা হয়। শুনানিতে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বলেন, অন্য কোথাও আইন মানা হয়নি মানেই আমিও আইন মানব না, এটা প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে নবান্ন বাসস্ট্যান্ড ধর্না নিয়ে নিয়েও রাজ্যের তরফে আপত্তি করা হয়। এনিয়ে বিচারপতি বলেন, মন্দিরতলাও তো বাসস্ট্যান্ড। সেখানে হলে কোনও সমস্যা হবে না?"। সবেমিলিয়ে নবান্নের সামনে ধর্নার প্রশ্নে আদালত আপাতত কঠোর হলেও বিকল্প জায়গায় পথও খোলা রাখল আদালত। বিজেপির ধর্না এবার কোথায় হবে সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

(১ম পাতার পর)

ভবানীপুরে অভিনেতার বাড়িতে উপস্থিত হন অভিষেক

উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, বিশেষত মহিলাদের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলি (যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী) লোককথার ঢঙে প্রচারের কৌশল। বিশেষত গ্রামের মহিলাদের মধ্যে প্রচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। লক্ষ্মীর পাঁচালির মতো গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছে বিশেষ করে মহিলাদের কাছে তৃণমূলের উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের গান ও গল্পের খতিয়ান তুলে ধরা হয়।এদিন অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বেরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার সঙ্গে ছোটবেলার একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি প্রথম ছোটবেলায় যে সিনেমা দেখেছিলাম সেটার নাম 'গুরুদক্ষিণা'। ওঁর অধিকাংশ সিনেমা রিলিজ হয়েছে আমার জন্মের আগে। ১৯৯২ সালে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। ওই সিনেমায় তিনি ছিলেন। অভিষেক আরও বলেন, "আজ আমি রাজনীতির কথা বলতে আসিনি। তবে আমাদের টাকা কীভাবে আটকে রাখা হয়েছে, কীভাবে ১৫ বছর ধরে আমরা কাজ করেছি। সেটাই ওঁকে বলেছি।" কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি এদিন মমতা সরকারের 'উন্নয়নের পাঁচালি' তুলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন, তখন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক।

নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের হাতেই তুলে নেওয়ার ডাক দিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কারও উপর নির্ভর না করে নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের হাতেই তুলে নেওয়ার ডাক দিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ । বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনের মঞ্চ থেকে একের পর এক তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ঘাটালের সনাতনী নাগরিকবৃন্দ।এদিনের সভায় ঘাটাল-সহ আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ ভিড় জমান। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কার্তিক মহারাজ নিজেই। একাধিক বক্তা বক্তব্য রাখলেও, সবশেষে দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি টানেন তিনিই।সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, 'আজকের দিনে হয়তো আপনাদের হাতে রিভলবার তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেদের

এরপর ৬ পাতায়

বৃহস্পতিবার ইডির মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

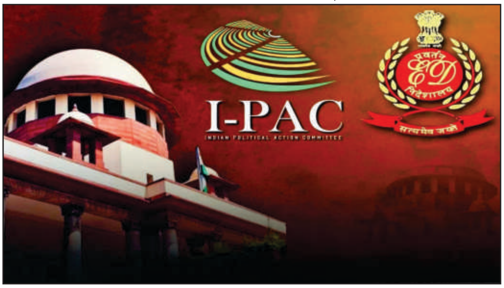

আইপ্যাকে ইডি তল্লাশি ঘিরে আইনি টানাপড়েনের জল আগেই গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে । জানা গেল, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দায়ের করা মামলার শুনানি বৃহস্পতিবার হবে শীর্ষ আদালতে।বুধবার হাইকোর্টে দীর্ঘ সওয়ালে এসভি রাজু আরও জানান, একই বিষয় নিয়ে ইডি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। সেই মামলা শীর্ষ আদালতের বিবেচনাধীন। প্রথা অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের এই মামলায় আর এগোনো উচিত নয়। শীর্ষ আদালত যদি মামলাটি ফের হাইকোর্টে পাঠায়, তখনই কেবল এখানে শুনানি হতে পারে - এই যুক্তিতেই হাইকোর্টে অপেক্ষার আবেদন জানায় ইডি।

ফলে আইপ্যাক ইস্যুতে আইনি লড়াইয়ের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে। সেই শুনানির দিকেই এখন তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক ও আইনি মহল।আইপ্যাকে ইডি অভিযানের পর আগেভাগেই সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করেছিল রাজ্য সরকার।তার পরপরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ

এরপর ৬ পাতায়

রণসংকল্প সভার মাঝেই নন্দীগ্রামে আসছেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে নন্দীগ্রামে আসছেন বৃহস্পতিবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রণসংকল্প সভার মাঝেই নন্দীগ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অভিষেক। নন্দীগ্রাম ১ ও ২ ব্লকে স্বাস্থ্য শিবিরে যাবেন তিনি।বৃহস্পতিবার সকালে নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যদের দিয়ে হবে এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন। দুই ক্যাম্প দুপুরে ঘুরে দেখবেন অভিষেক। কথা বলবেন ক্যাম্পে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গে। পাশাপাশি তাঁর নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবারে একটি মেগা স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি চালাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেই ধাঁচেই এবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্রে এই কর্মসূচির আয়োজন। গত ৫ জানুয়ারি থেকে নন্দীগ্রামের দু'টি ব্লকে দুই দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

এরপর নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের দায়িত্বে রয়েছেন দলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের দায়িত্বে কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। নন্দীগ্রামেই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী জেতেন এই আসনে। যদিও সেই জয় নিয়ে বারবার কটাক্ষ করেছে শাসক দল। যদিও

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কলকাতায় কি ইডি-সিবিআইয়ের বড় অভিযান হবে?

প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি-র অভিযানের পর এক সপ্তাহও কাটেনি। কলকাতায় ইডি ও সিবিআই তথা কেন্দ্রীয় দুই তদন্ত এজেন্সির সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে চরম উৎকণ্ঠার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শাসক দলের একাংশে যখন উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে, তখন বিজেপি নেতাদের মধ্যে উৎসাহও চোখে পড়ার মতো। সদ্য রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছেন এমন এক নেতার কথায়, 'শুনছি তো সাম দাম দণ্ডভেদ সবই প্রয়োগ করা হবে, কোনও চোর ডাকাতকে ছাড়া হবে না। তবে ভোটের আগে না করে এটা আগেই করতে পারত।'

আবার নয়াদিল্লির সূত্রের খবর, রাজনৈতিক নেতাদের কার কার বিরুদ্ধে কী অভিযান বা তদন্ত হবে সেটা স্পষ্ট নয়। তবে বেশ কিছু আমলা ও পুলিশ কর্তা নজরে রয়েছেন। বিশেষ করে তদন্তের কাজে যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা মোটেও বরদাস্ত নয়। কারণ, এবার তা মেনে নিলে এটাই জাতীয় স্তরে ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে যেতে পারে।কেন্দ্রীয় সরকারি হস্টেল ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু হোটেলে রাখা হয়েছে তাঁদের। এমনকি যুযুধান দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তৃণমূল ও বিজেপির একাংশে এও রটে গেছে যে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বড় কিছু ঘটে যেতে পারে।

লাউডন স্ট্রিটে প্রতীকের ফ্ল্যাটে ও সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে ইডি-র তল্লাশির সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সহ সিনিয়র কিছু পুলিশ অফিসার ছিলেন। ফেডারেল তদন্ত এজেন্সির কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। সেই মামলায় পুলিশ কর্তাদেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির সম্ভাব্য অভিযান সেই সূত্র ধরেই হবে কিনা স্পষ্ট নয়।

তবে সূত্র মারফৎ এ টুকু জানা যাচ্ছে যে, বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে ইন্ডিয়ান পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি তথা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও অভিযান ও ধরপাকড় হতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতীক জৈনকে ডেকে পাঠানো হতে পারে দিল্লিতে।

সিবিআই বা ইডি-র অভিযান বলে কয়ে হয় না। এ ব্যাপারে আগাম কোনও ইঙ্গিতও দেয় না এই দুই তদন্ত এজেন্সি। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মনমোহন সিং জমানায় এই গোপনীয়তা আরও জোরালো ছিল। তবে ইদানীং অভিযোগ হল, ভোটের আগে এ ধরনের অভিযানের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় মিশে গেছে।

উৎকণ্ঠা ও উৎসাহ-র কারণও সম্ভবত সেই কারণেই। শাসক দলের একাংশের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে যে কয়লা পাচার ও বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে তিন জন মন্ত্রীকে ভোটের আগেই গ্রেফতার করা হতে পারে। সেই সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির এক জন বড় নেতার আপ্ত সহায়কের উপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজর রয়েছে বলেও শাসক দলের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে। সেই আপ্ত সহায়ককে এর আগেও একবার নোটিস পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেইশতম পর্ব)

মন্ত্রঃ

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহী নমোহস্তুতে।।

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈই নমো নমঃ।

বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানভ্যঃ এব চ

এষ সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।।

জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী মায়ের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

রণসংকল্প সভার মাঝেই নন্দীগ্রামে আসছেন অভিষেক

পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদ আসনে ভাল ফল করে তৃণমূল।

এছাড়াও লোকসভায় অবশ্য ভাল ফল হয় বিজেপির। যে কারণে নন্দীগ্রাম এখনও তৃণমূলের কাছে 'ক্ষত' হয়ে আছে। এই অবস্থায় বিধানসভা ভোটের আগে চ্যালেঞ্জিং নন্দীগ্রামে জনসংযোগের জন্য বিশেষ কৌশল নিল জোড়া ফুল শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বারবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসকে। যেই কারণে ব্লক স্তরেও সাংগঠনিক কাজ দেখাশোনায় গড়ে দেওয়া আছে কোর কমিটি।

এবার স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে জনসংযোগ বজায় রেখে নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। কিছুদিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এক ডাকে অভিষেক নম্বরে নন্দীগ্রাম থেকে ফোন পেয়েছেন। স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য অনেকে আবেদন করেছেন। তাই তারা এটা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। যদিও এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করছেন বিজেপি শিবির।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কুরুকুল্লার একটি অষ্টভুজ রূপও আছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে একটি মাত্র কুরুকুল্লার রূপ এখানে দেওয়া হইল।

উড্ডিয়ানে যে কুরুকুল্লা কল্পিত হইয়াছিলেন বা সেখানে পূজিত হইতেন, তাঁহার নাম স্থান-মাহাত্ম্যে উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অর্থ মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বর্ষশেষের পরিক্রমা : আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

(শেষ পর্ব)

অগ্রগতি (৩১.১২.২৫ তারিখ পর্যন্ত):

• মোট তালিকাভুক্তি : ২৬.২৪ কোটি

• মোট প্রাপ্ত দাবির সংখ্যা : ১০,৫৫,০৯২

• মোট পরিশোধিত দাবির সংখ্যা : ১০,২১,৬৭৮টি, যার পরিমাণ ২০,৪৩৩.৫৬ কোটি টাকা

৪. প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (পিএমএমওয়াই)

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (পিএমএমওয়াই) এপ্রিল ২০২৫ সালে তার ১০ বছর পূর্ণ করেছে, যা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক জামানত-মুক্ত ঋণের সুবিধা প্রদান করে আসছে।

মুদ্রা-এর অধীনে অগ্রগতি (প্রকল্প চালুর পর থেকে ০২.০১.২৬ তারিখ পর্যন্ত)

মোট অনুমোদিত অ্যাকাউন্ট : ৫৬.৩২ কোটি

তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি অ্যাকাউন্ট : ১২.৩১ কোটি

মহিলাদের অ্যাকাউন্ট : ৩৭.৬৩ কোটি

মোট অনুমোদিত পরিমাণ : ৩৮.১৯ লক্ষ কোটি টাকা

মোট বিতরণযোগ্য পরিমাণ : ৩৭.৩২ লক্ষ কোটি টাকা

৫. স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া স্কিম (এসইউপিআই)

২০১৬ সালে চালু হওয়া স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পটি তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি এবং মহিলাদের মধ্যে উদ্যোক্তা তৈরিকে উৎসাহিত করে। স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে অগ্রগতি (৩১.০৩.২৫ তারিখ পর্যন্ত (প্রকল্প চালুর পর থেকে ৩১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বিতরণ)

অনুমোদিত অ্যাকাউন্ট : ২.৭৫ লক্ষ

অনুমোদিত পরিমাণ : ৬২,৭৯০.৪৫ কোটি টাকা

বিতরণকৃত পরিমাণ : ৪০,৮৫১.০৯ কোটি টাকা

মহিলাদের অ্যাকাউন্ট : ২.০৫ লক্ষ

৬. অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই):

অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই) দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে এক দশক পূর্ণ করেছে। প্রকল্পটি মে ২০২৫ সালে দশ বছর পূর্ণ করেছে। গত ১৮ বছরে এপিওয়াই -এর অধীনে অগ্রগতি :

০ ৮.৫৯ কোটিরও বেশি গ্রাহক নথিভুক্ত হয়েছেন (৩১.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত)।

৭. এনপিএস বাৎসল্য :

এনপিএস বাৎসল্য, যা পেনশন তহবিল নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ১৮ বছরের কম বয়সী নাবালকদের জন্য একটি অবদানভিত্তিক পেনশন প্রকল্প, এর লক্ষ্য হলো প্রাথমিক পেনশন পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক নিরাপত্তা প্রচার করা।

• ১,৬৫,৮৮২ জন গ্রাহক নথিভুক্ত হয়েছেন (৩১.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত)।

৮. নীতি উদ্যোগ/প্রকল্প : কেসিসি

১৯৯৮ সালে চালু হওয়া কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) কৃষকদের বীজ, সার এবং কীটনাশকের মতো কৃষি উপকরণ কেনার জন্য এবং ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নগদ/কার্যকরী মূলধনের চাহিদা মেটানোর জন্য সময়োপযোগী ও সাশ্রয়ী ঋণ প্রদান করে। ২০১৯ সালে এই প্রকল্পটি পশুপালন, দুগ্ধ এবং মৎস্য ক্ষেত্রের কার্যকরী মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল।

পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার আওতায় ঋণের অগ্রগতি :

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হওয়া পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার লক্ষ্য হলো প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এক কোটি পরিবারকে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনা।

রাজ্য জুড়ে আতঙ্কিত 'নিপা ভাইরাস' - সাবধান না হলে বিপদ...?

বেবি চক্রবর্তী

এবার রাজ্য জুড়ে আতঙ্কিত নয়...! দরকার জনগণের সচেতনতা। হঠাৎ দুজন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর নিপা পজিটিভ রিপোর্ট। তাঁরা দুজনে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুইজনকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের একজন নদিয়ার বাসিন্দা, অন্যজন কাটোয়ার। হাসপাতাল সূত্রে এবং একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর ,দু'জনকেই ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে এবং কাটোয়ার বাসিন্দা নার্সের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সেই নিয়ে চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এই নিয়ে কথা বলেছেন বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সব রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এর পরেই কেন্দ্রের তরফে নজরদারি জোরদার করা, নমুনা সংগ্রহ এবং পর্যাপ্ত বেড প্রস্তুতির জন্য বিশেষ প্রোটোকল তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায় নাইসেড এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে একটি বিশেষ

এরপর ৬ পাতায়

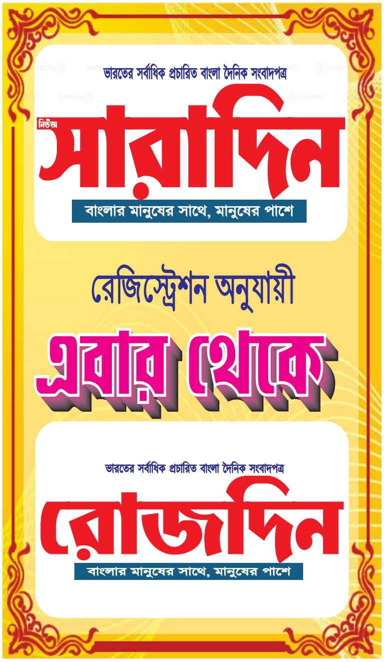

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৩ পাতার পর)

নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের হাতেই তুলে নেওয়ার ডাক দিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ

মা-বোন, মেয়েদের রক্ষার জন্য অন্তত লঙ্কা গুঁড়োর প্যাকেট তো তুলে দেওয়া যায়।'

তাঁর সংযোজন, মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষায় প্রয়োজনে রাস্তায় নামতে হবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে। কার্তিক মহারাজ বলেন, 'মা দুর্গার ত্রিশূল হাতে নিয়ে দুষ্টের দমন করতে হবে।'

এর পরই আরও স্পষ্ট ভাষায় নিজের অবস্থান জানান কার্তিক মহারাজ। তাঁর কথায়, 'আজকের দিনে দাদা বা দিদি কেউ আপনাদের রক্ষা করতে আসবে না। নিজেদেরই নিজেদের রক্ষা করতে হবে।' পাশাপাশি তিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত প্রজন্ম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিনয়-বাদল-দীনেশের উদাহরণ টেনে বলেন, দুষ্টের দমন করতে হলে তেমনই সাহসী সন্তান গড়ে তুলতে হবে।

বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গও টানেন কার্তিক মহারাজ। তিনি বলেন, 'সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়। কিন্তু অন্য কিছুর জন্য কখনও সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' একই সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য ও জেলার মহিলাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, 'এর আগে ভেড়া নেতৃত্ব দিত, তাই দেশের পরিস্থিতি এমন ছিল। এখন সিংহ নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাই দেশ উন্নতির পথে এগোচ্ছে।'

তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে 'শাস্ত্র' ও 'অস্ত্র'-এর যুগলবন্দির কথা। তিনি বলেন, 'এক হাতে শাস্ত্র, এক হাতে অস্ত্র, এই দুই নিয়েই দেশের উন্নতি সম্ভব। শাস্ত্রবিহীন বা অস্ত্রবিহীন হয়ে কখনওই দেশের প্রকৃত উন্নতি হয় না।'

(৩ পাতার পর)

বৃহস্পতিবার ইডির মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

হয় ইডি। বুধবারেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হবে।

এই আবহেই বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। শুনানির সময় ইডি-র তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু স্পষ্ট ভাষায় জানান, প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাট কিংবা সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতর থেকে ইডি কোনও নথি বা ডিজিটাল এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করেনি। তাঁর দাবি, যে কাগজপত্র ওই জায়গাগুলি থেকে সরানো হয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই করা হয়েছে।

এই বক্তব্য শোনার পর তৃণমূলের আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী আদালতে জানান, ইডি যদি অন রেকর্ড স্বীকার করে যে তারা কোনও নথি বাজেয়াপ্ত করেনি, তা হলে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলাটি নিষ্পত্তি করতে পারে। জবাবে এসভি রাজু ফের বলেন, ইডি কোনও নথি বা ডিজিটাল প্রমাণ বাজেয়াপ্ত করেনি - এই অবস্থান তারা অন রেকর্ডেই জানাচ্ছে।

ইডি-র অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে আইপ্যাকে তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ। সংস্থার দাবি, তদন্ত চলাকালীন কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই গুরুত্বপূর্ণ নথি সরানো হয়েছে। সেই কারণেই রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা নেই বলে সিবিআই তদন্তের দাবিও তুলেছে ইডি।

ঘটনার দিন সকালে ইডি অভিযান শুরু হওয়ার খবর পেয়ে প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতা পুলিশের কমিশনার। কিছু সময় পরে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি সবুজ ফাইল হাতে বেরোতে দেখা যায়। সেখান থেকেই তিনি যান সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরে, যেখানে তল্লাশি চলাকালীন তাঁর উপস্থিতি ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়।

(৫ পাতার পর)

রাজ্য জুড়ে আতঙ্কিত 'নিপা ভাইরাস' - সাবধান না হলে বিপদ...?

আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কীভাবে ওই দুই নার্স সংক্রমিত হলেন এবং তাঁরা কার কার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখতে সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। ইতিমধ্যে তাঁদের সংস্পর্শে আসা ১৪ জনের নমুনা এইমসে পাঠানো হয়েছে। কাটোয়া ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত একাধিক ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাজ্য সরকার দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে, ০৩৩-২৩৩৩-০১৮০ এবং ৯৮৭৪৭০৮৮৫৮। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্যও আলাদা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল নিপা ভাইরাস কি ও কিভাবে এর প্রসার ঘটে?

নিপাহ ভাইরাস একটি জুনোটিক ভাইরাস, যার মানে এটি প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। নিপাহ ভাইরাস ফলের বাদুড় থেকে প্রাণী ও মানুষের মধ্যে ছড়ায়। ভাইরাসটির নাম মালয়েশিয়ার সুঙ্গাই নিপাহ গ্রাম থেকে এসেছে যেখানে ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত হয়েছিল ১৯৯৮ - ১৯৯৯ সালে। সাধারণত এই ভাইরাস কুকুর, ঘোড়া, শূকর ইত্যাদি প্রাণীকে প্রভাবিত করে। যদি নিপাহ ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে এটি একটি গুরুতর সংক্রমণের কারণ হতে পারে যার ফলে মৃত্যু হতে পারে। নিপাহ ভাইরাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যদি তারা নিপাহ-সংক্রমিত বাদুড়, শূকর বা এমনকি সংক্রমিত মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে। নিপাহ ভাইরাসে ভরা বাদুড়ের নিঃসরণ মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে যখন তারা ফলের জন্য গাছে আরোহণ করে অথবা দূষিত পতিত ফলগুলি পরিচালনা করার সময় বা খাওয়ার সময় বা কাঁচা খেজুরের রস/রস খাওয়ার মাধ্যমে। প্রাণী থেকে মানুষ ছাড়াও, নিপাহ ভাইরাস মানুষের মধ্যেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ ঘটে যখন একজন সুস্থ ব্যক্তি নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে বা হাসপাতালে চিকিৎসার সময় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে।

সিনেমার খবর

প্রোটিন কন্ট্রোল করেও কীভাবে ফিট থাকা যায়, জানালেন হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে হৃতিক রোশনকে 'গ্রিক গড' বলা হয়। জানেন কেন? তার সবুজাভ হ্যাজেল চোখ, তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব ও অসাধারণ নাচের পারফরম্যান্স-সব মিলিয়ে 'কৃশ' অভিনেতা ভক্তদের কাছে ভীষণ প্রিয়। শুধু একজন জনপ্রিয় অভিনেতাই নন, অসংখ্য ফিটনেসপ্রেমীও তাকে অনুসরণ করেন এবং তার ডায়েট ও ব্যায়ামের রুটিনের ঝলক দেখার অপেক্ষায় থাকেন।

ভক্তদের আবদার মেটাতে ইনস্টাগ্রামে হৃতিক রোশন ৫১ বছর বয়সেও তার অসাধারণ ফিটনেসের গোপন রহস্য শেয়ার করেছেন। পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ফিট থাকা যায়, তা দেখাতেই 'ওয়ার' অভিনেতা তার প্লেটের একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে ছিল নানা ধরনের খাবার। একাধিক পদ থাকলেও তার প্রতিটি পরিমানই ছিল অল্প। তার প্লেটে ছিল রোস্ট করা জুকিনি, গাজর, ব্রাসেলস স্প্রাউট, ঢেঁড়স, লাল ক্যাপসিকাম, রঙিন বেল পেপার, তন্দুরি চিকেন টিক্কা, পোড়া ব্রোকলি, সবুজ শিম, মুগ ডাল ও সালাদ।

আরেকটি ছবিতে দেখা যায় কুচি করা বিটরুটের সঙ্গে একটি কলা। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'কম খান, আরও ভালোবাসুন। কিন্তু প্লেটটা বড় করে সাজান।'

হৃতিক রোশনের সুষম ডায়েট

হৃতিকের প্লেটটা দেখলে যে কেউ বুঝবেন, এটি কোনো এলোমেলো খাবারের সংগ্রহ নয়। পুরো খাবারটাই একটি সুষম ডায়েটের নিখুঁত উদাহরণ। এতে রয়েছে চিকেন ও মুগ ডাল থেকে প্রোটিন, শিম, ঢেঁড়স ও ব্রাসেলস স্প্রাউটের মতো সবুজ সবজি। যেগুলো শুধু ফাইবারই নয়, প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টেও সমৃদ্ধ।

এছাড়াও আছে উজ্জ্বল রঙের বিটরুট, যা শরীরকে ফ্ল্যাভোনয়েড, খনিজ ও ভিটামিন সরবরাহ করে। কলা পটাশিয়ামের ভালো উৎস, যা হজম ও রোগপ্রতিরোধে সহায়তা করে।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়ায় হৃতিকের পোস্টে মন্তব্য করে একজন ভক্ত লিখেন, 'ঠিক আছে, এটা সত্যিই আমাকে ডায়েট শুরু করতে অনুপ্রাণিত করল, বিশেষ করে ছুটির সময় অতিরিক্ত খাওয়ার পর।' আরেকজন লিখেন, 'হঠাৎ করেই আমার সব খাবারের পছন্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

বয়স পঞ্চাশ পেরোলেও হৃতিক রোশানের সুঠাম শরীর, এনার্জি আর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে ফিট থাকা কেবল জিমে ঘাম ঝরানোর বিষয় নয় বরং এটি একটি সচেতন জীবনযাপনের ফল। খাবারের সঙ্গে সঙ্গে হৃতিক নিয়মিত শরীরচর্চাকেও সমান গুরুত্ব দেন। শক্তি প্রশিক্ষণ, কার্ডিও এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম—সবকিছুর মধ্যেই থাকে ভারসাম্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার শৃঙ্খলামাফিক জীবনযাপন। ডায়েট হোক বা ওয়ার্কআউট, তিনি কোনো কিছুই হঠাৎ বা এলোমেলোভাবে করেন না।

সব মিলিয়ে, শারীরিক সৌন্দর্য, ফিটনেসের প্রতি কঠোর শৃঙ্খলা এবং পর্দায় তার প্রভাবশালী উপস্থিতির কারণেই ভক্তরা ও মিডিয়া তাকে ভালোবেসে 'গ্রিক গড' বলে ডাকেন।

আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিকে নতুন রেকর্ড তামান্নার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যক্তিগত জীবনে নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেলেও পেশাদার জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকেননি দক্ষিণ ও বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বেদনা সামলালেও ক্যারিয়ারে তার কোনো ছাপ পড়তে দেননি তিনি, বরং 'আজ কি রাত', 'কাভাল্লা' কিংবা 'তুফান'-এর মতো জনপ্রিয় গানে পারফরম্যান্স দিয়ে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২০২৬ সালেও তামান্নার হাতে রয়েছে একাধিক বড় প্রকল্প। তবে নতুন বছরে কাজের তালিকার চেয়েও বেশি আলোচনায় এসেছে তার পারিশ্রমিক। এখন আর দিন বা সিনেমাভিত্তিক চুক্তিতে নয়, বরং 'মিনিট' হিসাবেই পারিশ্রমিক নিচ্ছেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি গোয়ায় অনুষ্ঠিত একটি হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠানে মাত্র ৬ মিনিটের একটি নৃত্য পরিবেশনের জন্য তামান্না দাবি করেন ৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ মঞ্চে প্রতি মিনিট উপস্থিত থাকার বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন ১ কোটি টাকা—যা শুনে রীতিমতো চমকে উঠছেন অনেকে।

ওই অনুষ্ঠানে বহু নামিদামি তারকা উপস্থিত থাকলেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তামান্নাই। টিকিটের মূল্য তুলনামূলক বেশি হওয়া সত্ত্বেও তার জনপ্রিয়তার কারণে একটি টিকিটও অবিক্রিত থাকেনি। মঞ্চে তার উপস্থিতি দর্শকদের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বর্তমান বলিউডে মঞ্চে পারফর্ম করে কোনো অভিনেত্রী এত বিপুল পারিশ্রমিক পান কিনা— তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। অনেকে মনে করছেন, ক্যারিয়ারের এই মুহূর্তে তামান্না রয়েছেন একেবারে শীর্ষে। একের পর এক সফল আইটেম সং ও ওয়েব সিরিজে তার উপস্থিতিই তাকে এমন আকাশচুম্বী পারিশ্রমিক দাবি করার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

বিচ্ছেদের বিষাদ পেছনে ফেলে তামান্না এখন পুরোপুরি মনোযোগী নিজের কাজ, সাফল্য আর নতুন উচ্চতা ছোঁয়ার লক্ষ্যে।

'কাভি খুশি কাভি গাম'-২ বানাচ্ছেন করণ জোহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পারিবারিক রোমান্টিক গল্পের মাধ্যমে নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন করণ জোহর। ১৯৯৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনি উপহার দিয়েছেন 'কুচ কুচ হোতা হ্যায়', 'কাভি খুশি কাভি গাম', 'কাভি আলবিদা না ক্যাহনা', 'মাই নেম ইজ খান', 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার', 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' এবং সর্বশেষ 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'-এর মতো আলোচিত সিনেমা।

নতুন বছরে আবারও পরিচালক হিসেবে ফিরছেন করণ জোহর। সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, ২০২৭ সালে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে নতুন সিনেমার প্রস্তুতি শুরু করেছেন তিনি। চিত্রনাট্য ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে, এবং এটি হবে বড় আয়োজনে নির্মিত নতুন একটি ফ্যামিলি ড্রামা।

সবচেয়ে বড় খবর, এটি হতে চলেছে ২০০১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কাভি খুশি কাভি গাম বা কেথ্রিজি সিনেমার সিকুয়েল। সেই সময়ের এই পারিবারিক রোমান্টিক সিনেমা বলিউডে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। পরিবার, আবেগ ও সম্পর্কের গল্প বলার মাধ্যমে দর্শকের মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। বক্স অফিসেও এটি বহু রেকর্ড গড়েছিল। এত বছর পরও কেথ্রিজি সিনেমার গান, সংলাপ ও চরিত্রগুলো দর্শকের মনে জীবন্ত রয়েছে।

জানা গেছে, এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শুরু করবেন করণ জোহর। শুটিং শুরু হবে বছরের শেষ নাগাদ। এ পর্যন্ত করণ পরিচালিত সিনেমাগুলোর মধ্যে এটির জন্য ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ বাজেট।

প্রথম কাভি খুশি কাভি গাম সিনেমায় ছিল বিশাল তারকা সমাবেশ—অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শাহরুখ খান, কাজল, হৃতিক রোশন ও কারিনা কাপুর অভিনয় সমৃদ্ধ করেছিল সিনেমাটিকে। নতুন সিকুয়েলে এত সংখ্যক তারকা থাকবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রিপোর্ট অনুযায়ী, দুজন নায়ক এবং দুজন নায়িকা থাকতে পারেন। তাদের কাস্টিংয়ের কাজও শিগগিরই শুরু হবে।

কাভি খুশি কাভি গাম ২-এর খবর প্রকাশের পর দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনার মাত্রা বেড়ে গেছে। সিনেমাটি যদি সত্যিই তৈরি হয়, তবে আগের পর্বের মতোই পরিবার ও আবেগের গল্প নিয়ে বড় পর্দায় ম্যাজিক তৈরি করবে।

বিশ্বকাপের পর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন নিশাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্বল্প প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সেবার এর খেসারত দিতে হয়েছিল তাদের। তবে আগামী বিশ্বকাপে এমন ভুল করতে চায় না কিউইরা। আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেবে কিউইরা।

এমন পরিকল্পনার কথাই জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার জিমি নিশাম। বিশ্বকাপের গত আসরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পর্যাপ্ত ম্যাচ অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট। এরই অংশ হিসেবে ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে তারা।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে রয়টার্সকে ভিডিও বার্তায় নিশাম বলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া ২০২৪ বিশ্বকাপে আমরা সত্যিই খুব কম প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। টুর্নামেন্টের আগে আমাদের কোনো ম্যাচই ছিল না, যা মোটেও আদর্শ ছিল না— বিশেষ করে আইপিএলের পরপরই, যখন অনেক খেলোয়াড় সেখানে ব্যস্ত ছিল।

তিনি বলেন, এবার আমরা সেই ঘাটতি পূরণ করেছি। বিশ্বকাপের আগে শক্তিশালী একটি দলের বিপক্ষে ভালো একটি সিরিজ পাচ্ছি— এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ খেলা বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের সেরা একাদশ চূড়ান্ত করতে নিউজিল্যান্ডকে বড় সহায়তা দেবে বলে বিশ্বাস নিশামের। বিশেষ করে নিজেদের সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে দলকে প্রস্তুত করতে এর বিকল্প দেখছেন না তিনি।

নিশাম বলেন, ভারতের বিপক্ষে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে পারাটা দারুণ সুযোগ। আশা করি কয়েকটি ভালো জয় পাব, ভালো ফল আসবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া এবং বিশ্বকাপের আগে দলকে পুরোপুরি প্রস্তুত করা।

টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত হলেও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে নিউজিল্যান্ডের হয়ে আর খেলেননি নিশাম। তিনি জানিয়েছেন ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি তিনি। বিশ্বকাপের পর নিজের ফর্ম দেখেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার।

নিশাম বলেন, এই মুহূর্তে আমি ওয়ানডের জন্য এখনও তৈরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার ভবিষ্যৎটা কেমন হবে, সেটি এখনও ঠিক করিনি। সম্ভবত এই বিশ্বকাপের সময় বিষয়টি নিয়ে ভাবব এবং তারপর একদিকে সিদ্ধান্ত নেব।

নেইমারের অবসর নিয়ে নয়া খবর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিনের চোট-সংকটে পড়ে ফুটবল ছাড়ার কথাও ভেবেছিলেন নেইমার জুনিয়র। ব্রাজিলের এই তারকা ফুটবলারের বাবা নেইমার সিনিয়র এমন তথ্য জানিয়েছেন। সান্তোসে ফেরার পরও একের পর এক শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকা ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের জন্য সময়টা ছিল মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

নেইমারের হাঁটুর লিগামেন্টের গুরুতর চোটের কারণে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-হিলালের সঙ্গে তাঁর চুক্তি বাতিল হয়। পরে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে এলেও পুরোপুরি ফিটনেস সমস্যার বাইরে আসতে পারেননি তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে হাঁটুর মেনিসকাসে আবার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে।

নেইমার সিনিয়র জানান, দীর্ঘ চিকিৎসা, পুনর্বাসন আর মাঠের বাইরে থাকতে থাকতে একসময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তাঁর ছেলে। তিনি বলেন, 'একসময় ও আমাকে বলেছিল—আমি আর নিতে পারছি না। জানি না অপারেশন করানোটা আদৌ সার্থক হবে কি না। আমার জন্য মনে হয় এখানেই শেষ। তখন বুঝেছিলাম, মানসিকভাবে ও কতটা চাপে আছে।'

তবে সব কিছুর পরও অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নেইমার। ২০২৫ সালে সান্তোসকে অবনমন ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে ব্যথা নিয়েই মাঠে নামেন। পাশাপাশি ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জার্সিতে খেলার স্বপ্ন এখনো ধরে রেখেছেন দেশটির সর্বোচ্চ ৭৯ গোল করা এই ফরোয়ার্ড।

এমবাপ্পে ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাঁটুর ইনজুরির কারণে এ সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলতে পারছেন না রিয়াল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপ্পে।

সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্টের স্কোয়াডে স্প্যানিশ জায়ান্টরা দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা ফরাসি এই তারকাকে রাখেনি।

গত সপ্তাহে এমবাপ্পের হাঁটুর সমস্যা দেখা দেয়। ২৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারের ঘনিষ্ট এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে নিশ্চিত করেছে অন্তত তিন সপ্তাহ তাকে

মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।

জাবি আলোনসোর দল বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে। আরেক সেমিফাইনালে বুধবার বার্সেলোনা মুখোমুখি হবে অ্যাথলেটিকো বিলবাওয়ের।

লা লিগায় এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR